ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

প্রথম দিনেই যে রেকর্ড গড়ল 'জওয়ান'

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপে সুযোগ না পেয়ে ভারত ছাড়লেন চাহাল!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৫২ ● কলকাতা ● ২৫ ভাদ্র, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

এত যদি সাহস তাহলে কোর্টে গিয়ে

রক্ষাকবচ চাইছেন কেন, রাজ্যে ফিরেই অভিষেককে খোঁচা নিশীথের

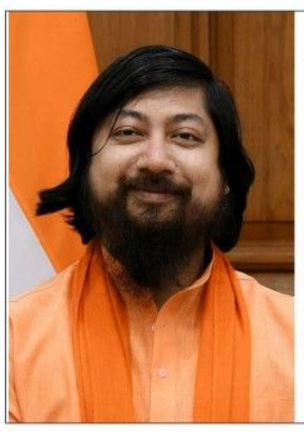

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের দিনই অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায়কে তলব করেছে ইডি। এনিয়ে আজ সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে এবার অভিষেককে খোঁচা দিতে ছাড়লেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রমাণিক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডির তলব করা নিয়ে নিশীথ প্রামাণিক বলেন, ইডি একটি নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থা। বিভিন্ন মামলার সঙ্গে যারা যুক্ত তদন্তের স্বার্থে তাদের ডাকা হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে অপরাধী প্রমাণ করতে পারলে তিনি ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাবেন। এতটাই যদি সাহস হয় তাহলে কেন তিনি বারবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সুরক্ষা কবচ চাইছেন? কেন ইডি ডাকলেই তিনি বিদেশ ভ্রমণে চলে যাচ্ছেন? ইডির তলবের সময়েই তিনি কেন রাজনৈতিক কর্মসূচি দেখাচেছন? আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে দেশের সব রাজনৈতিক দলের কোনও না কোনও কর্মসূচি থাকে। সেটা কোনও তদন্তকারী সংস্থার দেখার বিষয় নয়। এটা এমন কোনও

এরপর ৩ পাতায়

অভিষেককে অকারণ বিরক্ত করা হচ্ছে,

ইডি-র তলবে তোপ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি-র তলব নিয়ে আরও একবার 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'র অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নের সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বলেন, "অভিষেককে সারাক্ষণ বিরক্ত করা হচ্ছে। অকারণ হেনস্থা করা হচ্ছে ওকে। কোনও প্রমাণ নেই।" মমতা আরও বলেন, "বারবার অভিষেককে নিম্ন আদালত, হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে ছুটতে হচ্ছে বিচারের জন্য!এর আগে গত ২০ মে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত সূত্রে অভিষেককে প্রায় ১০ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। সেই সময়ে 'নবজোয়ার' যাত্রা থামিয়ে চলে এসেছিলেন তিনি। ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে অভিষেককে হাজিরার নোটিস দিয়েছিল সিবিআই। তারপর একবার ইডিও তলব করেছিল। কিন্তু সে বার অভিষেক জানিয়ে দেন, 'নবজোয়ার' শেষ হলেই পঞ্চায়েত ভোট। তারপর যা হওয়ার দেখা যাবে। তবে বেছে বেছে ইন্ডিয়ার সমন্বয় কমিটির বৈঠকের দিনই অভিষেককে তলবকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসাবে দেখছে তৃণমূল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেককে ইডির তলবকে 'নতুন প্রজন্মের উপর আক্রমণ' হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, "আসলে ওরা তরুণ প্রজন্মকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম এ সব মানবে না। হিম্মত নিয়ে লড়বে।" রবিবার সন্ধ্যায় টুইট করে অভিষেক নিজেই জানিয়েছিলেন, ১৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) তাঁকে হাজিরা দেওয়ার জন্য সমন পাঠিয়েছে ইডি। ওই দিনই আবার বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সমন্বয় কমিটির বৈঠক রয়েছে দিল্লিতে। যে কমিটির সদস্য অভিষেক। এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

এরপর ৩ পাতায়

নিম্ন আদালতে কেন রিপোর্ট?

কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল সিবিআই । গত সপ্তাহে সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টর ও কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আলিপুর আদালত। যৌথ রিপোর্টও পেশ করার কথা বলা হয়।এর আগে বিশেষ সিবিআই আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আরজি জানিয়েছিল সিবিআই। গত মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ জানায়, নিম্ন আদালতের নির্দেশের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় বলে আদালত মনে করছে। তাই তাদের আবেদনটি খারিজ করা হল। ফলে পুলিশ এবং সিবিআইয়ের যৌথ তদন্তের নির্দেশটি বহাল ছিল। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে এবার হাই কোর্টে গেল সিবিআই।কিন্তু হাই কোর্টে যখন এই মামলা চলছে, তখন কেন নিম্ন আদালত এই নির্দেশ দিল? সোমবার এনিয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে আবেদন জানায় সিবিআই। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি।

এরপর ৩ পাতায়

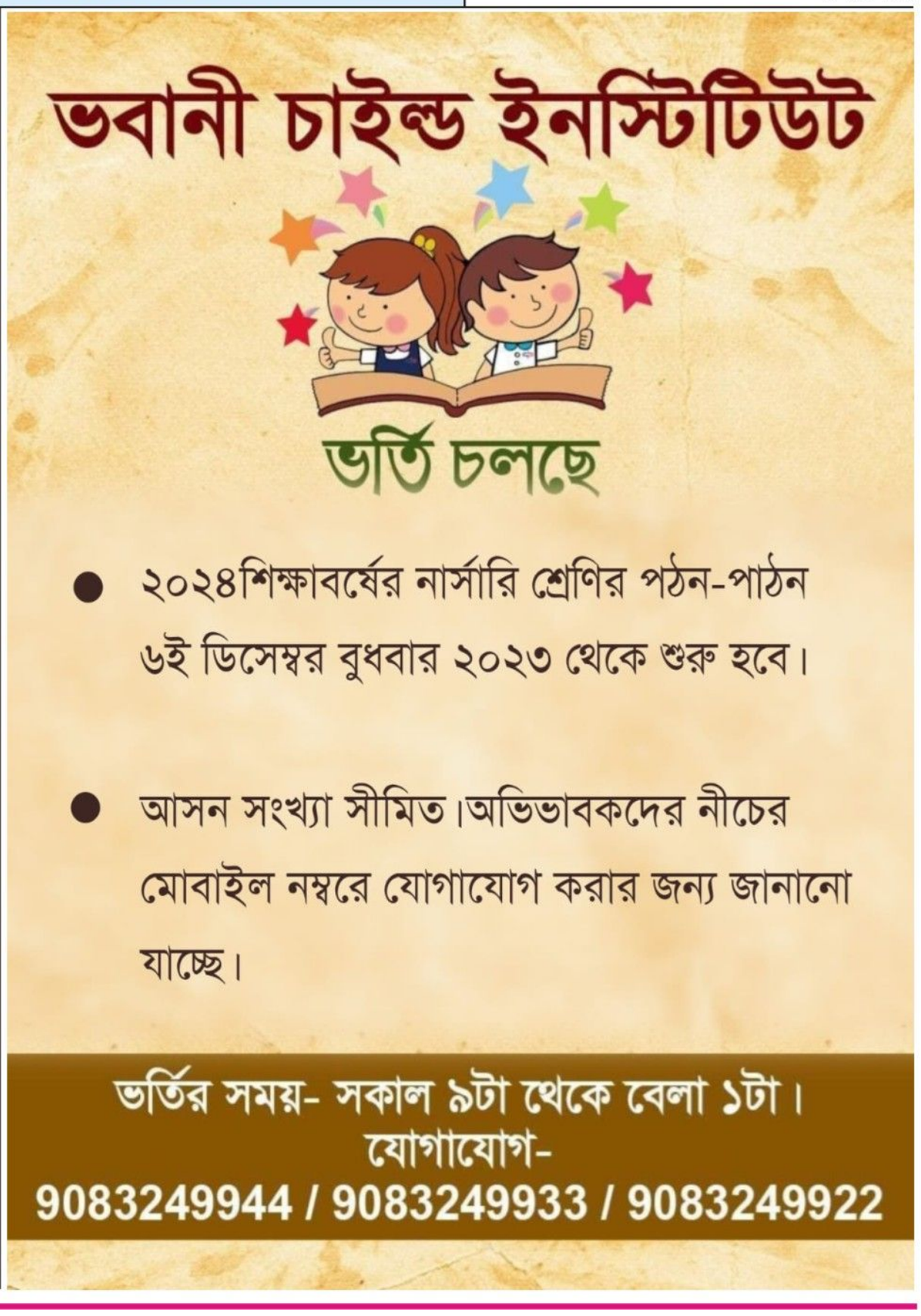

ভুয়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে

মিথ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া! চার যুবক গ্রেফতার শ্রীরামপুরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফেসবুকে এমনই একটি বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে পড়ে। তা দেখে যোগাযোগ করলে পুরসভার একটি হলঘর ভাড়া করে চাকরিপ্রার্থীদের ফর্ম পূরণ করা হয়। তার পর ট্রেনিংয়ের নাম করে টাকাও নেওয়া হয়। কিন্তু চাকরি আর হয়নি। এমনই একটি অভিযোগে চার যুবককে গ্রেফতার করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অভিযুক্তদের শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়েছে। কিন্তু কী ভাবে পুরসভার হলঘর ভাড়া করে এমন একটি ভুয়ো কাজ হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুরসভার চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা জানান, কোনও বিজ্ঞাপন বা নোটিস পুরসভার তরফে দেওয়া হয়নি। ধৃতেরা কেন এই কাজ করেছিলেন, তা পরিষ্কার নয়। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে বিষয়টি।পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম সুজিত সিংহ, সৈকত মণ্ডল, সুমিত হালদার এবং মৈনাক চট্টোপাধ্যায়। ধৃতদের মধ্যে এক জন বালি, দু'জন সিঙ্গুর এবং এক জন হরিপাল এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, পুরসভায় চাকরি দেওয়া হবে, এমনই একটি বিজ্ঞাপন গত কয়েক দিন ধরে ছড়ানো হয়। সেই বিজ্ঞাপন দেখে অনেকেই যোগাযোগ শুরু করেন। ওই চাকরিপ্রত্যাশীদের অভিযোগ, তাঁদের শিক্ষাগত শংসাপত্র ইত্যাদি দেখে ট্রেনিং দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। ফর্ম পূরণ এবং ট্রেনিংয়ের জন্য সবার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়। অন্য দিকে, এই বিষয়টি পুরসভার নজরে আসতে তারা নড়েচড়ে বসে। পুরসভার তরফে থানায় যোগাযোগ করা হয়। জানানো হয়, পুরসভায় এখন কোনও কর্মীকে নিয়োগ করা হচ্ছে না। কে, কেন এমন খবর চাউর করছেন, তা কর্তৃপক্ষ জানেন না। যে বিজ্ঞাপনটি ফেসবুকে ছড়ানো হয়, তার ছবি-সহ অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয় থানায়। এর পর পুলিশ একটি এফআইআর দায়ের করে। সোমবার শ্রীরামপুর পুরসভার হলঘরে আবার ওই ফর্ম পূরণের কাজ চলার সময় চার যুবককে গ্রেফতার করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।

অধীরের গড়ে পুলিশি সন্ত্রাসের নালিশ,

পঞ্চায়েত সমিতি গঠনে অর্ন্তবর্তী স্থগিতাদেশ আদালতের

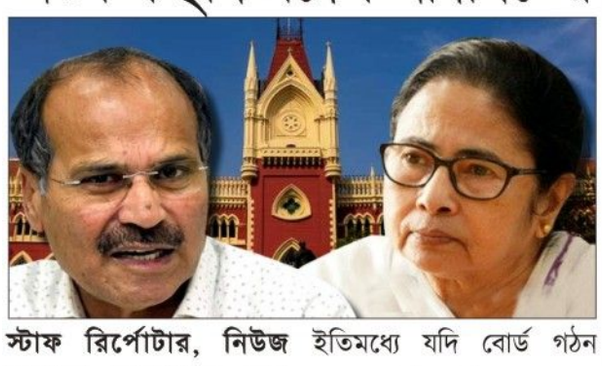

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট মিটলেও বোর্ড গঠন নিয়ে সন্ত্রাসের অভিযোগ অব্যাহত। এবার মুর্শিদাবাদের রানিনগর পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির বোর্ড গঠনে অর্ন্তবর্তী স্থগিতাদেশ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। শাসকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হয় বাম কংগ্রেস জোট। ওই মামলার শুনানিতেই রানিনগরে বোর্ড গঠনে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। যদিও জোটের অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূল নেতৃত্বর দাবি, জোটের নির্বাচিত সদস্যরা তৃণমূলের উন্নয়নে সামিল হতে চাইলে তাঁরা কি বারণ করবেন? ইতিমধ্যে যদি বোর্ড গঠন হয়েও যায় তাহলেও ২০ সেপ্টেম্বরের আগে ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা যাবে না বলে জানিয়েছে আদালত । মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৪ সেপ্টেম্বর।

আদালতের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'বিচার ব্যবস্থার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।' একই সঙ্গে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করে অধীরের কটাক্ষ, 'মানুষের মতামতকে পদদলিত করে তৃণমূল বাংলাজুড়ে নৈরাজ্য তৈরি করছে । জানি না, এদের পেটের খিদে কতটা। সবকিছু গিলেও দিদির পেট ভরছে না, তৃণমূলের পেট না ইন্ডিয়ার গেট!'মুর্শিদাবাদের রানিনগর পঞ্চায়েত সমিতির

এরপর ৩ পাতায়

প্রায় তিন মাসের 'স্বস্তি' নুসরতের!

আপাতত হাজির হতে হবে না আদালতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাজের চাপ প্রচুর, তাই আদালতের হাজিরা দেওয়া থেকে কিছুদিনের জন্য রেহাই চেয়েছিলেন নুসরত জাহান। সোমবার তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর করল নিম্ন আদালত। নুসরতের আইনজীবী জানিয়েছেন, আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে আদালতে হাজির হতে হবে না। তবে তার পর বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ তথা টলিউডের অভিনেত্রী নুসরতকে যদি আদালত হাজিরা দিতে বলে, তবে তিনি আদালতে আসবেন বলে জানিয়েছেন নুসরতের আইনজীবী।ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার মামলায় অভিযুক্ত বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ নুসরত। অভিযোগ, ২০১৪-'১৫ সালে ৪০০-র বেশি প্রবীণ নাগরিক একটি সংস্থায় অর্থ জমা দেন। প্রত্যেকের কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। বদলে তাঁদের এক হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাট দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা ফ্ল্যাটও পাননি, টাকাও ফেরত পাননি। নুসরতকে ওই সংস্থার 'অন্যতম ডিরেক্টর' বলে দাবি করেছিলেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব। এ ব্যাপারে তিনি ইডির দফতরে অভিযোগ জানিয়েছেন বলেও দাবি করেন। সম্প্রতি এই অভিযোগের ভিত্তিতে নুসরতকে ইডি দফতরে ডেকে পাঠানোও হয়েছিল। যদিও নুসরত দাবি করেছিলেন, তিনি এ ধরনের কোনও সংস্থার সঙ্গে যুক্ত নন।সোমবার আলিপুর জাজেস কোর্টে শুনানি ছিল নুসরতের মামলার। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এনে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল প্রতারিতরা, তার ভিত্তিতেই সাংসদ অভিনেত্রীকে আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করতে বলা হয়েছিল। সেই বিষয় নিয়ে আলিপুর জাজেস কোর্টের দ্বারস্থ হন নুসরত। সোমবার সেই মামলার শুনানি ছিল। নুসরতের আইনজীবী সরিতা সিংহ আদালতকে জানান, সাংসদ এবং অভিনেত্রী হিসাবে তাঁর কাজের চাপের জন্য হাজিরা দিতে পারছেন না। এ ব্যাপারে তাঁকে হাজিরা থেকে আরও কিছু রেহাই দেওয়ার আর্জিও জানান নুসরতের আইনজীবী। সেই আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী। তিনি বলেন, " উচ্চ আদালত আগেই হাজিরায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে। আজ নিম্ন আদালতে সেই স্থগিতাদেশ নিয়ে শুনানি ছিল। আপাতত এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে। তবে পরবর্তী শুনানিতে যদি আসতে বলা হয় তা হলে উনি আসবেন। আজ শুধু এক্সটেনশন ফাইল করা হয়েছিল!"

দিল্লিতে কাজ করতে গিয়ে

ফের মৃত্যুর বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের

জঙ্গিপুর: নিউজ সারাদিন : ফের ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। দিল্লিতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের একজন। মৃতের নামে মোকলেসুর রহমান, বয়স ৩৩ বছর। খবর পৌঁছতেই হাহাকার পরিবারে। এদিকে, রবিবার রাতেই মোকলেসুরের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছয় পরিবারে। ধুলিয়ান পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন কৃষ্ণপুরে তাঁর বাড়ি। ছেলে বাইরে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন, তা বিশ্বাসই করতে চাইছেন না পরিবারের সদস্যরা। খবর জানাজানি হতেই সোমবার সকাল থেকে মৃত শ্রমিকের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয়রা। ইতিমধ্যেই দেহ বাড়ি নিয়ে আসতে ততপরতা শুরু হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। এদিকে, দিন কয়েকের মধ্যেই ফের একবার ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকা জুড়ে।সোমবার সকাল থেকে মৃতের বাড়িতে আত্মীয়, পড়শিদের ভিড়। ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে এ নিয়ে গত কয়েকদিনে মুর্শিদাবাদের অন্তত তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলল।

জানা গিয়েছে, মাস দুয়েক আগেই ধুলিয়ান থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করার উদ্দেশে দিল্লির সরোজিনী নগরে যান মোকলেসুর রহমান। দিন কয়েক পরেই বাড়ি আসার কথা ছিল তাঁর। রবিবার অন্যান্য দিনের মতো কাজ করছিলেন মোকলেসুর। সেসময় পানীয় জলের প্রয়োজন পড়লে মোটর চালু করেন। কিন্তু তখনই মোটরে শর্টসার্কিট হয়, বিদ্যুতপৃষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তাঁর। তবু তড়িঘড়ি মোকলেসুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জনস্বার্থের অঙ্গীকার নিয়ে শববাহী বাহন প্রদান

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আজও অসহায় দরিদ্ররা টাকার অভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গাড়িও পায় না। এমন পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার লিমিটেডের তরফে উত্তর কলকাতা জনহিত সংকল্পের কে শববাহী বাহন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার লিমিটেডের ডিরেক্টর (স্বতন্ত্র) রিতেশ তিওয়ারি, রাম কৃষ্ণ মিশনের সজল মহারাজ, কে.পি. সুনীত, চেয়ারম্যান, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক, ইন্দো-বাংলা কাউন্সিল, মনোজ কুমার মিশ্র, গ্রাহক ও পরোক্ষ কর বিভাগের সহকারী কমিশনার, ইমামি ফাউন্ডেশন সিএসআর-এর ভাইস চেয়ারম্যান অতুল সিং, আর্থিক বিশেষজ্ঞ, লেখক এবং সভাপতি। রোটারি মিন্স বিজনেস ক্লাবের। কৌশিক সেন, এএফটি রেজিস্ট্রার রজনীশ মিশ্র, উত্তর কলকাতা জনহিত সংকল্পের সভাপতি শ্রী যশবন্ত সিং, শিব সিং, উমেশ রাই, সিনিয়র অ্যাডভোকেট অজয় চৌবে, অমিত ঝা, মনোজ সিং, চন্দ্রশেখর বসোটিয়া, পূর্ণিমা কোঠারি, লক্ষ্মী সিং এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শৈলেন্দ্র মিশ্র।

মহকুমা হচ্ছে ধূপগুড়ি - নবান্নে ঘোষণা মমতার,

ফলপ্রকাশের পরই প্রতিশ্রুতিপূরণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার স্পেন সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত বাণিজ্য সম্মেলন উপলক্ষেই যাচ্ছেন তিনি। সঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তার আগে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আগামী ৩১ ডিসেম্বরের আগে ধূপগুড়ি আলাদা মহকুমা হবে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অভিষেক। বলেন, 'আমি কথা দিয়ে কথা রাখি। আমি কথা রাখার ছেলে। আমি দাবি শুনে বলতে পারতাম, মহকুমা হবে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু আমি নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিচ্ছি। এখন থেকে সবুজ আবির খেলতে শুরু করুন। ৩১ ডিসেম্বরের আগে ধূপগুড়ি আলাদা মহকুমা হবে। কথা দিয়ে গেলাম'। সেই প্রতিশ্রুতিপূরণ হল ভোটের ফল প্রকাশিত হওয়ার পরই।স্থানীয়দের দাবিকে মান্যতা দিয়ে মহকুমা হচ্ছে ধূপগুড়ি। সোমবার নবান্ন থেকে ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বানারহাটের কিছু অংশ ও ধূপগুড়ি নিয়ে তৈরি হচ্ছে আলাদা মহকুমা।

ধূপগুড়ির উপনির্বাচনের আগে ভোটপ্রচারে গিয়ে ধূপগুড়িকে আলাদা মহকুমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা দিয়েছেন, চলতি বছর শেষ হওয়ার আগেই আলাদা মহকুমা তৈরি হবে। প্রতিশ্রুতির পর একমাসও কাটেনি। তার আগেই পূর্ণ হল প্রতিশ্রুতি। এদিন নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বানারহাট, বানারহাট শহরের কিছু অংশ ও ধূপগুড়ি নিয়ে তৈরি হবে ধূপগুড়ি মহকুমা।সেই কাজ চলেছে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

অভিষেককে অকারণ বিরক্ত করা হচ্ছে, ইডি-র তলবে তোপ মমতার

মোদীর উদ্দেশে কটাক্ষ করে অভিষেক লিখেছিলেন, "৫৬ ইঞ্চি ছাতির কাপুরুষতা ও অন্তঃসারশূন্যতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারছি না।"সোমবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডুর গ্রেফতারিরও সমালোচনা করেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চন্দ্রবাবুকে যে ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেটাও আমি ভাল ভাবে দেখছি না। অনেক পদ্ধতি রয়েছে। তদন্ত হোক। তাই বলে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কাউকে জেলে পাঠিয়ে দিলাম, এটা ঠিক নয়।" বিজেপিকে মমতা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, "আজ সরকার আপনাদের। কাল অন্যরা আসবে। তখন তারাও যদি আপনাদের বিরুদ্ধে এগুলোই করে?"

১-ম পাতার পর

নিম্ন আদালতে কেন রিপোর্ট? কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ সিবিআই

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া হুগলির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ প্রেসিডেন্সি জেলে বসে অভিযোগ করেছিলেন, পুলিশ হেফাজতে তাঁর উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। হেস্টিংস থানায় চিঠি লেখেন নিয়োগ মামলায় ধৃত কুন্তল। চিঠির বয়ান মিথ্যা৩ এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি । বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলাটি চলাকালীন সিবিআই-কে তদন্তের নির্দেশ দেন। পরে এজলাস পরিবর্তন হয়ে মামলাটি বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেঞ্চে যায়। সেখানেও সিবিআই-কে তদন্তের নির্দেশ বহাল থাকে ।ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন কুন্তল ঘোষ। গত ৪ আগস্ট শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, হেফাজতে নির্যাতন সংক্রান্ত চিঠির অভিযোগে কোনও মতামত দেয়নি হাই কোর্ট। তাই বিশেষ আদালতে অভিযোগ জানাতে বাধা নেই কুন্তলের। তিনি চাইলে চিঠি বিশেষ আদালতে জমা দিতে পারেন। সেই মতো আলিপুরের বিশেষ আদালতে চিঠি লিখে আবেদন করেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা।

১-ম পাতার পর

এত যদি সাহস তাহলে কোর্টে গিয়ে রক্ষাকবচ চাইছেন কেন, রাজ্যে ফিরেই অভিষেককে খোঁচা নিশীথের

সরকারি কর্মসূচি নয় যে যেখানে না গেলে সরকারি নিয়ম ভঙ্গ হবে। রাজনৈতিক কর্মসূচি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে হবে। রাজনৈতিক কর্মসূচির অজুহাত দেখিয়ে কোনও তদন্তসংস্থার ডেকে যাবে না এটা বলা ভীরুতার প্রকাশ। এর অর্থমনে কোথাও ভয় রয়েছে। আমার মনে হয় যেভাবে তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলছেন আমি নির্দোষ তা প্রমাণ হয় যদি তিনি ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার পর বলেন। যতবার তদন্ত সংস্থা ডাকবে ততবারই একজন দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে ওঁর যাওয়া উচিত।আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছে ইডি। এনিয়ে আজ দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে নিশীথ প্রামাণিক বলেন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়ন দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। যদি কোনও সময় মনে হয় রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙে পড়ছে বা আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের দ্বারা সামলানো যাচ্ছে না তাহলে রাজ্যপাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেই পারেন। রাজ্যপালের অধিকার রয়েছে তিনি এনিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। এনিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা বা কেন্দ্রকে যেকোনও বার্তা তিনি দিতে পারেন বা যে কোনও পদ্ধতি তিনি নিতে পারেন।

আন্তর্জাতিক জৈব-জ্বালানি জোটের মাধ্যমে জৈব-জ্বালানি

ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত সারা বিশ্বকে নতুন পথ দেখাবে : পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী

নতুন দিল্লি ১১ সেপ্টেম্বর : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক জৈব-জ্বালানি জোটের মাধ্যমে জৈব-জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত সারা বিশ্বকে নতুন পথ দেখাবে বলে মন্তব্য করেছেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস তথা আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। এক্স-এ ধারাবাহিক বার্তায় তিনি বলেছেন,ওবসুধৈব কুটুম্বকম্-এর মন্ত্র অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই উদ্যোগ সারা বিশ্বেই পেট্রল এবং ডিজেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে।

জি-২০ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে জৈব-জ্বালানি জোট তৈরির ঘোষণার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক জ্বালানি ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। ১৯টি দেশ এবং ১২টি আন্তর্জাতিক সংগঠন এরই মধ্যে এই জোটে যোগ দিতে রাজি হয়েছে। জিবিএ হল জৈব-জ্বালানি ব্যবহারে প্রসারের লক্ষ্যে ভারতের উদ্যোগে বিভিন্ন দেশের সরকার, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং শিল্প মহলের একটি জোট। জৈব-জ্বালানির বৃহত্তম উৎপাদক এবং গ্রাহকদের এক জায়গায় নিয়ে এসে জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও আর্থিক বিকাশের পথে এগোনো এই জোটের লক্ষ্য।

জি-২০ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে জিবিএ-র ঘোষণা পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির অন্বেষণে সারা বিশ্বের প্রচেষ্টাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে হরদীপ সিং পুরী মনে করেন।

ভারতে পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী এই জোট গঠনে সহায়তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি সচিব জেনিফার গ্র্যানহোম, ব্রাজিলের জ্বালানি মন্ত্রী আলেকজান্দ্রে সিলভারিয়া এবং ইউনিকা ব্রাজিলের সিইও ডঃ ইভান্দ্রো গুসির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

হরদীপ সিং পুরী বলেন, জি-২০ দেশ গোষ্ঠী এবং ইন্টার ন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি, ইন্টার ন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন, ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম, ওয়ার্ল্ড এলপিজি অ্যাশোসিয়েশনের মতো সংস্থার সহায়তায় আন্তর্জাতিক জৈব-জ্বালানি জোট সদস্য দেশগুলির মধ্যে এধরনের জ্বালানির বাণিজ্যে গতি আনবে। একইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধানও সম্ভব হবে। কৃষকদের আয়ের অতিরিক্ত উৎস তৈরি হওয়ায় তাঁরা 'অন্নদাতা থেকে শক্তিদাতা' হয়ে উঠবেন। বিগত ৯ বছরে সরকার কৃষকদের ৭১ হাজার ৬ শো কোটি টাকা দিয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ ই-২০ কর্মসূচি রূপায়িত হলে ভারতের তেল আমদানিখাতে প্রতি ৪৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন বিন্দুতে দক্ষতার বিকাশ, জাতীয় নানা কর্মসূচিতে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নীতিগত প্রশ্নে আদান-প্রদানের মাধ্যমে জিবিএ পরিবেশ বান্ধব জৈব-জ্বালানি ব্যবহারে গতি আনবে।তৈরি হবে বিরাট বাজার। উপকৃত হবে শিল্পমহল, বিভিন্ন দেশ এবং সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষ।

ভারত এই জোটের ফলে বিভিন্ন দিক থেকেই উপকৃত হবে। এদেশের জি-২০ সভাপতিত্বের প্রত্যক্ষ সাফল্য হল জিবিএ। ফলে, বিশ্বের আঙিনায় ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। এদেশে পিএম জীবন যোজনা, SATAT কিম্বা গোবরধন প্রকল্পের মতো জৈব-জ্বালানি ভিত্তিক কর্মসূচির পালেও হাওয়া লাগাবে জিবিএ। ২০২২-এ সারা বিশ্বে ইথানলের বাজার ছিল ৯৯০৬ কোটি মার্কিন ডলার। বার্ষিক গড় চক্রবৃদ্ধি হার ৫.১ শতাংশ ধরলে ২০৩২ সাল নাগাদ তা ১৬২১২ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি হয়ে উঠবে। আইইএ-র হিসেব অনুযায়ী নেট কার্বন নির্গমন শূন্যে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোলে ২০৫০ সাল নাগাদ জৈব-জ্বালানির বাজার ৩.৫ থেকে ৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এরফলে, ভারতের সামনে খুলে যাবে অপার সম্ভাবনার দরজা।

নৈশভোজে পাতে নিরামিষ,

রাজনীতির রাগ-অনুরাগই চর্চায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নৈশভোজের অনুষ্ঠানে। অতিথিদের বসার একেকটি গোলটেবিলের নাম রাখা হয়েছিল দেশের এক একটি নদীর নামে। শনিবার রাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর জি২০ সম্মেলন উপলক্ষে নৈশভোজে কে কোথায় বসবেন, তা আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা ছিল। মেনুতে কোনও আমিষ পদ ছিল না। সেই নিরামিষ নৈশভোজই রাজনীতির জল্পনা, তর্কবিতর্কে মশলা জুগিয়ে দিল।কংগ্রেস নেতারা এ দিনও কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খড়্গেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিজেপি মনে করিয়েছে, বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডাও জি২০-র নৈশভোজে আমন্ত্রণ পাননি।এক হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কোনও কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নৈশভোজে যোগ দেননি। দিল্লিতে অনুষ্ঠান হলেও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালই আসেননি। বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারের নীতীশ কুমার, ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন, তামিলনাড়ুর এম কে স্ট্যালিন নৈশভোজে যোগ গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মমতা ও নীতীশকে নিয়ে রাজনৈতিক চর্চা হয়েছে সব থেকে বেশি।

রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেস থেকে সিপিএম প্রশ্ন তুলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন নৈশভোজে অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে এক টেবিলে বসলেন? সরকারি ভাবে বলা হচ্ছে, কে কোথায় বসবেন, তা আগে থেকেই ঠিক ছিল। মমতার সঙ্গে এক টেবিলে অমিত শাহ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও ছিলেন। তবে তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেস-সিপিএম নেতারা প্রশ্ন তোলার সুযোগ হাতছাড়া করেননি।লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর মন্তব্য, "কয়েক বছর আগে যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে বাঙালিদের হেনস্থা করা হচ্ছিল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে, সেই বিষয়ে কথা বলেছিলাম। তখন বাংলায় আমাকে 'বিজেপির এজেন্ট' বলে দাগিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল। এখন জি২০ নৈশভোজে বিরোধীদের বেশির ভাগ মুখ্যমন্ত্রী যখন যাননি, সেই সময়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছেন। যোগীজির পাশেই বসেছেন। কী কথা হয়েছে, তা নিয়ে কিছু বলবেন কি না, জানি না। তবে পুরনো কথা একটু মনে করিয়ে দিলাম!" নীতীশ, হেমন্তদের সঙ্গে কথাবার্তার পাশাপাশি মমতার সঙ্গে প্রহ্লাদ জোশী-র মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও সৌজন্য বিনিময় হয়। সিপিএমের সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির যোগী-শাহ-ওম বিড়লা-সহ এক টেবিলে মহানন্দে! ডাল মে কুছ কালা তো হ্যায়ই!'বিহারের নীতীশ কুমার বিজেপির সঙ্গে জোট ভেঙে কংগ্রেস-আরজেডির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। নৈশভোজে নরেন্দ্র মোদী তাঁর সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। মোদী আবার নিজেই সেই ছবি সমাজমাধ্যমে তুলে দিয়েছেন। বিরোধী ইন্ডিয়া জোটে তেমন গুরুত্ব না পেয়ে নীতীশ আবার বিজেপির হাত ধরবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা উস্কে দিয়েছে এই ছবি। বিহারে বিজেপির শরিক, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার নেতা জিতন রাম মাঝি বলেছেন, 'যে ভাবে নীতীশ জি২০ নৈশভোজে গিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে বাইডেনের আলাপ করিয়েছেন, নীতীশ মোদীর মুখ দেখতে চাইতেন না, কিন্তু গত কাল ওঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এ সব ভবিষ্যতের রাজনীতির ইঙ্গিত করে।'নৈশভোজের সময় ভারতীয় সঙ্গীতের বৈচিত্র তুলে ধরতে 'গন্ধর্ব অতোদ্যম' নামের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল. তাতে হিন্দুস্তানি, কর্নাটকী রাগসঙ্গীতের সঙ্গে ছিল লোকগান ও আধুনিক গানও। পশ্চিমবঙ্গের ভাটিয়ালি ছিল সেই তালিকায়। কর্নাটক, রাজস্থান, ছত্তীসগঢ়ের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীরা নৈশভোজে ছিলেন না। তেলঙ্গানার কে চন্দ্রশেখর রাও, কেরলের বাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নও গরহাজির ছিলেন। সনাতন ধর্ম নিয়ে ডিএমকে বনাম বিজেপির বাকযুদ্ধ চললেও দক্ষিণ ভারত থেকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন হাজির ছিলেন। মোদী তাঁর সঙ্গেও বাইডেনের আলাপ করিয়ে দেন। মোদী হিমাচলের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সুখুকে জড়িয়ে ধরে ছবি তোলেন। সুখু জানিয়েছেন, তিনি এই ফাঁকে হিমাচলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

১৩০ বছর আগে এইদিনে স্বামী বিবেকানন্দের

চিকাগো ভাষণ স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুনদিল্লি ১১ সেপ্টেম্বর : নিউজ সারাদিন : ১৩০ বছর আগে এইদিনে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোয় ধর্ম সংসদে তাঁর ভাষণে বিশ্বের ঐক্য এবং সম্প্রীতির লক্ষ্যে যে ডাক দিয়েছিলেন, তার অনুরণন আজও অনুভব করা যায় বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স-এর একটি পোষ্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন: ১৩০ বছর আগে এইদিনে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোয় ধর্ম সংসদে তাঁর ভাষণে বিশ্বের ঐক্য এবং সম্প্রীতির লক্ষ্যে যে আহবান জানিয়েছিলেন, তার অনুরণন আজও অনুভব করা যায়। বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যে স্বামীজির ওই সময়োত্তীর্ণ বার্তা আমাদের সামনে আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে।

২ পাতার পর

অধীরের গড়ে পুলিশি সন্ত্রাসের নালিশ, পঞ্চায়েত সমিতি গঠনে অর্ন্তবর্তী স্থগিতাদেশ আদালতের

মোট আসন সংখ্যা ২৭। এর মধ্যে বাম-কংগ্রেস জোট জয়ী হয় ১৪টি আসনে। এর মধ্যে কংগ্রেস ৯, সিপিএম ৪ এবং আরএসপি ১টি আসনে জয়ী হয়। বাম কংগ্রেস জোটের তরফ থেকে সভাপতি করা হয় কংগ্রেসের কুদ্দুস আলিকে। অভিযোগ, গত শুক্রবার পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয় থেকে কুদ্দুসকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

আদালতে যাওয়ার পথে সম্প্রতি কুদ্দুস অভিযোগ করেন, তাঁকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন থানার বড়বাবু। ইতিমধ্যে সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল ওই ভিডিও বার্তা। যদিও এই ভিডিও বার্তার সত্যতা যাচাই করেনি দ্য ওয়াল। কুদ্দুস গ্রেফতার হওয়ার পরই কংগ্রেসের ৩ জয়ী সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায় তৃণমূল। সোমবার পঞ্চায়েতের স্থায়ী সমিতির নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হয়। পুলিশের তরফে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে নির্বাচনের প্রস্তুতিও নেওয়া হয়।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৫২ সংখ্যা ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার ২৫ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

জুনিয়র কর্মী' ব্রাত্য বসুকে পাত্তাই দিতে নারাজ বোস

জুনিয়র কর্মী' ব্রাত্য বসুর কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে নারাজ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এমনকি তাঁর মন্তব্যকে বিশেষ পাত্তা দিতেও তিনি রাজি নন। বরং যে কোনও সমস্যায় রাজ্যপাল সরাসরি কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সোমবার রাজভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানে শিক্ষামন্ত্রীর 'ভ্যাম্পায়ার' আক্রমণের কোনও জবাব দেননি বোস।মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেছেন ১০ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা ছাড়াই উপাচার্যদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এমন অভিযোগের জবাবে রাজ্যপাল বলেন, "অন্তর্বর্তিকালীন উপাচার্য নিয়োগের জন্য কোনও নির্দিষ্ট অধ্যাপনার যোগ্যতা বলে দেওয়া নেই। যে কোনও যোগ্য ব্যক্তিকেই অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করা যায়। সেটাই নিয়ম এবং সেটাই মানা হচ্ছে।" তবে এ রাজ্যের কাজ করতে পেরে তিনি যে খুশি, তা আবারও জানিয়েছেন বোস। তবে বেশ কিছু আইএএস এবং আইপিএস যে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন, তা জানাতে ভোলেননি তিনি। তবে সব আধিকারিক এমন নয় বলেও মন্তব্য করেছেন রাজ্যপাল।অবশ্য কোনও ক্ষেত্রেই তাঁর নাম মুখে আনেননি তিনি।

রাজভবনের সঙ্গে শিক্ষা দফতর বা রাজ্য সরকারের এ হেন দূরত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে নাম না করে রাজ্যপাল বলেন, "আমার যদি কিছু বলার থাকে বা কোনও কিছুর প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার সংবিধানিক সহকর্মী মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, তার অধস্তন সহকর্মীকে বলব না।" এমন মন্তব্য করে কার্যত তিনি শিক্ষামন্ত্রীকেই বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত শনিবার সকালে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। সেখান থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "আজ মধ্যরাতের জন্য অপেক্ষা করুন। অ্যাকশন কাকে বলে দেখতে পাবেন।" নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যপালের এমন মন্তব্যকে কটাক্ষ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রী লেখেন, "সাবধান! সাবধান! সাবধান! শহরে নতুন রক্তচোষা (ভ্যাম্পায়ার) এসেছে। নাগরিকেরা দয়া করে সতর্ক থাকুন। ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী, 'রাক্ষস প্রহারের' জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি।" তাঁর এমন কটাক্ষের পর চুপই ছিলেন বোস। সোমবার নাম না করে শিক্ষামন্ত্রীকে কার্যত নীরব বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল।মধ্যরাতে নবান্ন এবং দিল্লিতে চিঠি পাঠানো নিয়েও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্যপালকে। তবে এই সংক্রান্ত বিষয়ে সব উত্তরই সংক্ষিপ্ত ভাবে দিয়েছেন রাজ্যপাল। কী রয়েছে খামবন্দি সেই চিঠিতে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "যেটা গোপনীয়, সেটা গোপনীয়ই।" কেনই বা সেই চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন হল? এমন প্রশ্নের জবাবে আনন্দ বোস বলেছেন, "আমি কিছু জানাতে চেয়েছিলাম।"চিঠি বিতর্ক নিয়ে যাতে মুখ্যমন্ত্রীর উপর কোনও চাপ তৈরি না হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রাজ্যপাল। মঙ্গলবার বিদেশ সফরে রওনা হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সফরে রওনা হওয়ার আগে তিনি কোনও ভার নিয়ে রাজ্য ছাড়ুন, চাইছেন না রাজ্যপাল বোস। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর রওনা হওয়ার আগে আর কোনও বিতর্ক চান না রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর সফর সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বিদেশে যাচ্ছেন, আমি চাই না এমন সময় তাঁর ওপর কোনও চাপ দেওয়া হোক। যখন তিনি বিদেশ সফরে থাকবেন, সেই সময় তাঁর ওপর কোনও অতিরিক্ত ভার যেন না দেওয়া হয়। তিনি ফিরে এলেই আমরা বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব।" চিঠি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান, সে কথাই এমন মন্তব্যের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহলের একাংশ।রাজ্যপালের এমন মন্তব্যের পর মনে করা হচ্ছে, গত সোমবার নবান্ন থেকে মন্ত্রিসভার রদবদলের যে ফাইলটি পাঠানো হয়েছিল, এক সপ্তাহ পর তা অনুমোদন দিয়ে নবান্নে ফেরত পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। নিজের বক্তৃতা মারফত সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন তিনি। শনিবার বিকেলে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী রাজভবনে যান। সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁর। তখনই প্রশাসন সূত্রে খবর ছিল, মন্ত্রিসভা রদবদল নিয়ে নিজের সম্মতি নবান্নকে জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল।তবে রাজভবনে ফাইল আটকে থাকা নিয়ে সরকারপক্ষ যে অভিযোগ তুলেছে, তার জবাবও দিয়েছেন রাজ্যপাল। তাঁর কথায়, ৮টি ফাইল এসেছে। তার মধ্যে ৭টি ফাইল নিয়ে আমি প্রশ্ন পাঠিয়েছি রাজ্য সরকারের কাছে। সাতটি ফাইলের ব্যাখ্যা চেয়েছি, তাই সরকারি দফতর গুলিতেই সাতটি ফাইল আটকে রয়েছে, রাজভবনে আটকে নেই। আর একটা ফাইল আদালতের বিচারাধীন।" আবার উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন বোস। তিনি বলেছেন, "স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সিলেকশন কমিটি তৈরি হবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং ইউজিসির নিয়ম অনুযায়ী। তার পরেই স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হবে। তত দিন পর্যন্ত অস্থায়ী উপাচার্য থাকবেন। অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের জন্য কোনও পৃথক মানদণ্ড নেই।"

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

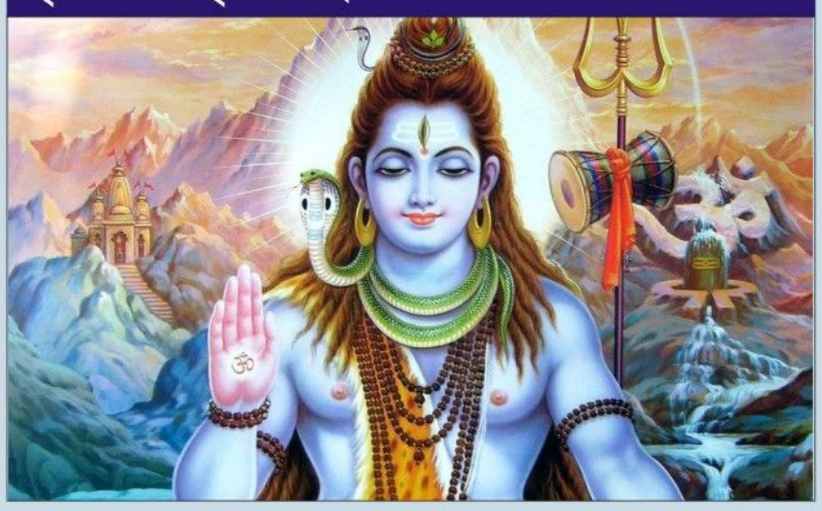

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দ্যাখো, একটি তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই লিঙ্গটি কী? কোথা থেকেই বা এল? এসো, এর আদি ও অন্ত অনুসন্ধান করে দেখি। তুমি রাজহংসের রূপ ধারণ করে উপরে উঠে যাও। আমি বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে যাচ্ছি।এই প্রস্তাবে ব্রহ্মা রাজি হলেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় প্রতিটি জীবের মধ্যে এক আত্মা এই তত্ত্বটি নিহিত। জীবদেহকে কেন্দ্র করে আমার অবস্থান। এই "আত্মা" শব্দটি যখন পরম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তিনি 'পরমাত্মা'। জীব যখন আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয় এবং সমস্ত জীবের মধ্যেই আত্মার অস্তিত্বকে অনুভব করে, তখনই তার আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একাকার হয়ে যায়, যার অবশেষ হল "অদ্বৈত তত্ত্ব"। আমরা কখনও দুই নই, সব সময়েই এক ও অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্ম কখনই দ্বৈতভাবে থাকতে পারে না। জীব যখন বুঝতে পারে যে, সে-ই ব্রহ্ম, তখনই উদ্ভাসিত হয় 'অহং ব্রহ্মাস্মি ভাবের অভ্যুদয়। স্বামীজি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন অদ্বৈতবাদী ভগবান শঙ্করাচার্যের ভাবাদর্শবাদকে। তিনি যুগ প্রয়োজনে সমাজ প্রবাহের আধুনিক দৃষ্টিতে অদ্বৈত বেদান্তকে ভারতবাসীর মধ্যে তুলে ধরতে ও প্রচার করতে চেয়েছেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় প্রাচীন বেদান্ত আধুনিক ঋষির মুখ নিঃসৃত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে তথা বিশ্ববাসীকে আলোড়িত করেছে। স্বামীজির বেদান্ত ভাবনা আজ শুধু ভারতবর্ষ নয়, শিকাগো শহর কেন্দ্রিক আমেরিকাতেও নয়, সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

রোগ দূর করতে হলে সবার আগে তার কারণ নির্ণয় করা একান্ত জরুরী। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও ক্ষয়িষ্ণু সমাজদেহের ব্যাধি দূর করার জন্য প্রথমতঃ ব্যাধির কারণ নির্ণয় করলেন। তিনি অতুলনীয় মণীষা ও দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে বুঝলেন যে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে না পারলে মুমূর্ষু জাতির বাঁচবার আর কোন উপায় নেই। আধ্যাত্মিক দুর্বলতাই জাতীয় জীবনে সমস্ত অবনতির কারণ। সুতরাং ক্লীবতা ও জড়তাকে ত্যাগ করে জাতি যদি নতুন বলে বলীয়ান না হয়, তা হলে জাতির পতন অনিবার্য। তাই তিনি আত্মবলে উদ্বুদ্ধ হবার নবম শুনিয়ে জাতির জীবনে অমৃতরসের সিঞ্চন করেছিলেন। উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাননিবোধিত।" অদ্বৈতবেদান্তের এই মন্ত্র ভারতবাসীর পরন সঞ্জীবনী শক্তি। স্বামীজি বুঝেছিলেন, বেদান্ত জ্ঞানই স্থিতির মূল ভিত্তি। অদ্বৈতবেদান্ত জ্ঞানের অতি উজ্জ্বল আলোকে শুধু ভারত কেন, সমগ্র বিশ্বই উদ্ভাসিত হয়ে নতুন পথে জীবনের জয়যাত্রা শুরু করবে- এটাই ছিল বীর সন্ন্যাসীর স্থির বিশ্বাস।

সমস্ত বিশ্বে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজী দেশে-বিদেশে যে ধর্ম ও নীতি প্রচার করেছেন, তার উৎস এই অদ্বৈত বেদান্ত এবং যদি পৃথিবীতে কোন দিন সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এই অদ্বৈততত্ত্বের আশ্রয়েই হবে। স্বামীজী আরও বলেছেন, কেবল অদ্বৈতবেদান্তের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হতে পারে। আর অদ্বৈতবেদান্ত শিক্ষা দেয়, অপরকে হিংসা করতে গিয়ে তুমি নিজেকেই হিংসা করছ। দু'পা দিয়ে তুমি চলছ, তুমিই রাজা রূপে প্রাসাদে সুখ সম্ভোগ করছ, আবার তুমিই রাস্তায় ভিখারী রূপে দুঃখের জীবন-যাপন করছ। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি। দুর্বলের মধ্যে তুমি আবার সবলের মধ্যেও তুমি। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে সবার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হও। কাজেই অদ্বৈতবেদান্তই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য মতবাদ তোমাদেরকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হবে, তার কোন কারণ নির্দেশ করতে পারে না।

অদ্বৈতবেদান্তের বৈশিষ্ট্য তিনটি প্রথমটি হল বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে এক, তাতে একটি মাত্র সত্তা উপস্থিত এবং তিনি হলেন ব্রহ্ম বা আত্মা। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহু ও নানা বস্তু সমন্বিত যে বিচিত্র জগতের পরিচয় এনে দেয় তা ভ্রান্ত। এই জগৎ ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু দেখার ভুলে তাকে আমরা বহুরূপে দেখি। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য-ব্রহ্ম চিৎ শক্তি বিশিষ্ট। এ প্রসঙ্গে স্বামীজি 'সন্ন্যাসীর গীতি' তে লিখেছেন- "একমাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়. / অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয়;/ তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া / দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া .....এদিকে ভারতীয় ছয়টি আস্তিক দর্শনের মধ্যে ভাববাদী মতে বেদান্তদর্শনকে শ্রেষ্ঠ দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা ভাববাদের চূড়ান্ত রূপ এই বেদান্তদর্শনের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ওবেদান্ত বলতে বোঝায় বেদের অন্ত বা শেষ। বৈদিক সংস্কৃতির ধারক হিসেবে হিন্দুদের কাছে বেদ সকল জ্ঞানের আকর বলে বিবেচিত। বলা হয়ে থাকে, প্রাচীন মুনি-ঋষিরা তাঁদের উপলব্ধ সত্যকে যে সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রেখেছেন, তা-ই বেদ। বেদই আস্তিক ষড়দর্শনের ভিত্তি ও উৎস। বেদের চারটি অংশ- মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। সুতরাং বেদের অন্ত অর্থাৎ উপনিষদকেই মুখ্যত বেদান্ত নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, উপনিষদ তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা ও সমর্থনই বেদান্তদর্শন।

বেদের চারটি অংশের মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। কর্মকাণ্ড ক্রিয়া-প্রধান। এতে মন্ত্রের সংকলন ও বিভিন্ন যাগযজ্ঞের বর্ণনা রয়েছে। অপরদিকে জ্ঞানকাণ্ড বিচার-প্রধান। বেদের বিভিন্ন মন্ত্র ও ক্রিয়াকর্মের তাৎপর্য বিচারই এই অংশের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই বিচার চরম পরিণতি লাভ করেছে উপনিষদ অংশে। উপনিষদ বিভিন্ন কালে রচিত হয়েছে এবং তা সংখ্যায় বহু। এযাবৎ ১১২ খানা উপনিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান উপনিষদগুলি হলো ঈশ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, কৌষীতকি, মৈত্রী, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি।

উপনিষদের অর্থ হলো গুরু কর্তৃক শিষ্যের নিকট বর্ণিত রহস্য। ঈশ ব্যতীত সর্বপ্রাচীন (আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব) উপনিষদ ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক গদ্যে রচিত, তার পরবর্তী উপনিষদসমূহ কেবল পদ্যে অথবা গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। বিভিন্ন উপনিষদে বেদের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন খ্যাত-অখ্যাত দার্শনিক কর্তৃক উপনিষদের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উপনিষদগুলির মুখ্য বিষয় ছিলো লোক বা জগৎ, ব্রহ্ম, আত্মা বা জীব, পুনর্জন্ম এবং মুক্তি।

বৈদিক সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিচারে উপনিষদ হলো বেদের সর্বশেষ স্তর। আবার পাঠক্রমের দিক থেকে উপনিষদকে সর্বশেষ স্তরের পাঠ বলা হয়। উৎকর্ষের দিক থেকেও উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের সর্বোচ্চ স্তর বা পরিপূর্ণ বিকাশ বা সর্বশেষ পরিণতি বলা যায়। প্রাচীন আর্য বা হিন্দু সমাজ কর্তৃক প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্মে মানুষের জীবনকাল চারটি আশ্রমে বিভক্ত, যথা- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য জীবনে বেদের মন্ত্রভাগ বা সংহিতা পাঠ করতে হয়। গার্হস্থ্য জীবনে ব্রাহ্মণ পাঠ এবং ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করতে হয়। বানপ্রস্থকালে কর্ম হতে অবসর প্রাপ্তি এবং এই সময়ে আরণ্যকই হলো পঠনীয় শাস্ত্র। শেষ পর্যায়ে ভোগ-বিরতির সন্ন্যাস জীবন। সন্ন্যাস আশ্রমে উপনিষদ পাঠের নির্দেশ রয়েছে। উপনিষদে বৈদিক চিন্তাধারার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে বলে উপনিষদভিত্তিক এই তত্ত্বদর্শনই বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত।

বেদান্ত বা উপনিষদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বৈদিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চ ও পূর্ণ বিকাশ উপনিষদে ঘটলেও, বলা হয়ে থাকে, এই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের বীজ নিহিত রয়েছে ঋকবেদ সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে। বেদের চারটি ভাগ, যথা ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। প্রতিটির আবার চারটি অংশ- সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা অংশে বেদের মন্ত্রগুলি রয়েছে। ব্রাহ্মণ অংশে সংহিতায় উক্ত যাগযজ্ঞের বিররণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে। আরণ্যকে আছে যজ্ঞ সম্পর্কে রূপক কল্পনা ও প্রতীক উপমার আদেশ। আর উপনিষদে আছে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা।

ঋগ্বেদ

দর্শন বলতে আমরা যা বুঝি তা বৈদিক যুগে দেখা যায়নি। সর্বপ্রাচীন সাহিত্য হিসেবে ঋকবেদের বিভিন্ন মন্ত্রে একাধিক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। এই দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি প্রধান। যেমন, অজস্র ঋকের মতোই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

নুসরাতকে ইডির তলব, কী করছেন মিমি?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুই নায়িকা যে প্রিয় বন্ধুও হতে পারেন, সে কথা বার বার প্রমাণ করেছেন নুসরাত জাহান এবং মিমি চক্রবর্তী।

তবে অন্দরের ফিসফাস, অভিনেতা যশ দাশগুপ্তর সঙ্গে নুসরাত সম্পর্কে জড়ানোর পর দুরত্ব তৈরি হয় মিমির সঙ্গে।

তাদের সম্পর্কের ওঠা-পড়া সব সময়েই আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছেন দু'জনেই। তাই যখনই প্রকাশ্যে নুসরতকে নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, প্রতি বারই পাশে দাঁড়িয়েছেন মিমি।

এবার ফের প্রতারণা মামলায় তলব পরেছে নুসরাতের। এনিয়ে মঙ্গলবার সারা দিন শিরোনামে ছিলেন এ অভিনেত্রী। আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার মধ্যে ইডির অফিসে তলব করা হয়েছে তাকে।

রাজারহাটে ফ্ল্যাট বিক্রির নামে প্রতারণার অভিযোগে ডেকে পাঠানো হয়েছে নুসরাতকে। এক দিকে নুসরাতকে কেন্দ্র করে বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখন কী করছিলেন, কোথায় ছিলেন মিমি?

মিমির সমাজমাধ্যমের পাতা ঘাঁটলে দেখা যাবে, নায়িকা ব্যস্ত তার জগৎ নিয়ে। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দেখা গেল শুটিংয়ের ফাঁকে রীতিমতো মজা করছেন অভিনেত্রী। এই মুহূর্তে চন্দ্রাশিস রায়ের ওয়েব সিরিজে কাজ করছেন মিমি। এই প্রথম ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে নায়িকাকে। এই সিরিজে মিমির বিপরীতে অভিনয় করছেন টোটা রায়চৌধুরী। মিমিকে দেখা গেল প্রিয় সারমেয়দের সঙ্গে খুনসুটি করতে।

শুটিংয়ের মাঝে নুসরতের সঙ্গে কি কথা বলেছেন মিমি? সকলের প্রশ্ন এটাই। মঙ্গলবারের এই বিতর্কের পর দুই নায়িকার মধ্যে কোনও কথা হয়েছে কি না, সেটা যদিও এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। যখন নুসরতকে ইডির তলবের কথা প্রকাশ্যে আসে তখন নায়িকা ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জে।

বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে একটি বৈঠকে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে ইডির নোটিস নিয়ে প্রশ্ন করতেই সাংসদের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'আমি সকাল থেকে প্রচুর কাজে ব্যস্ত। নোটিস এসেছে কি না অবশ্যই দেখব। ইডি ডাকলে অবশ্যই যাব। তদন্তে সহযোগিতা করা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

ক্যাটরিনার প্রেম নিয়ে সংশয় ছিল, বললেন ভিকি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একাধিক প্রেম এসেছিল বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফের জীবনে। সব কিছু ছাপিয়ে পর্দায় যার সঙ্গে জুটি বাঁধতে চেয়েছিলেন, বাস্তবেও সেই ভিকির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন এই নায়িকা। বিয়ের দুই বছর হয়ে গেল। কিন্তু এখনও যেন কেমন ঘোরের মধ্যে রয়েছেন ভিকি কৌশল। ক্যাটরিনার মতো অভিনেত্রী যে তাকে বেছে নিতে পারেন, এটা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারতেন না অভিনেতা।

তবে ক্যাটরিনার প্রেম নিয়ে সংশয় ছিল ভিকি কৌশলের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সে কথাই ফাঁস করেছেন এ অভিনেতা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে জানা যায়, প্রথমদিকে ভিকি বিশ্বাসই করতে পারেননি, যে ক্যাটরিনা তার দিকে 'অ্যাটেনশন' দিচ্ছেন! তার মনে প্রশ্ন ছিল, ক্যাটরিনা হঠাৎ কেনই-বা তাকে পছন্দ করবেন! তার প্রতি ক্যাটরিনার ভালো লাগার কথা জেনে ভিকির প্রতিক্রিয়া ছিল, 'তুমি ঠিক আছো তো?'

ভিকি আরও জানান, তিনি ক্যাটরিনার সঙ্গে মিশে বুঝতে পারেন যে ক্যাটরিনা মনের দিক থেকে কতটা 'খাঁটি'। আর তখনই ভিকিরও উপলব্ধি হয়েছিল, যে তিনিও ক্যাটরিনাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে চান। ভিকির কথায়, ক্যাটরিনার 'স্টারডম' কখনও তাদের সম্পর্কের বাধা হয়ে ওঠেনি। তিনি ব্যক্তি ক্যাটরিনার প্রেমে পড়েছিলেন।

উল্লেখ্য, 'কফি উইথ করণ'-এ এসে প্রথমবার ক্যাটরিনার মুখে শোনা গিয়েছিল ভিকির নাম। পরে করণ জোহর সে কথা ভিকিকে বলতে প্রথমে তিনি সেটা বিশ্বাসই করেননি। পরে অবশ্য ভিকিই মেসেজ করে ক্যাটরিনাকে ডিনার ডেটে ডাকেন। তাদের সেই বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে।

কারিনার এমন 'রূপ' আগে দেখেনি কেউ!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সুজয় ঘোষ পরিচালিত থ্রিলার ফিল্ম 'জানে জান'-এ অভিনয় করে ওটিটি দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছেন বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর অভিনেত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে ওয়েব সিনেমাটি।

থ্রিলারধর্মী এই সিনেমা আসছে নেটফ্লিক্সে। যার ট্রেলর প্রকাশ্যে এসেছে গত মঙ্গলবার। যা এরই মধ্যে ব্যাপক আলোচনার তৈরি করেছে। 'কাহিনি' বানিয়ে তাক লাগিয়ে দেয়া পরিচালক সুজয় ঘোষের নতুন সিনেমা 'জানে জান' এর প্রধান ভূমিকায় আছেন কারিনা কাপুর। ট্রেলারটি এরইমধ্যে মন কেড়েছে দর্শকের। কারণ তাতে এমন কারিনাকে আবিষ্কার করা গেল যাকে এর আগে দেখেনি কেউ। অভিনয়, লুক, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে এ যেন অন্য এক কারিনা। কালিম্পং-এ সেট করা ছবিটিতে কারিনার চরিত্র মায়া ডি সুজাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। একজন সিঙ্গেল মা, যাকে তার প্রাক্তন স্বামীর হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছে বারবার। সৌরভ সচদেব অভিনয় করেছেন সেই চরিত্রে।

নানা সাক্ষাৎকারে কারিনা কাপুর জানিয়েছিলেন, ভাল চিত্রনাট্যের জন্য একেবারে মুখিয়ে রয়েছেন তিনি। আর সেই প্রত্যাশাই পূরণ হতে যাচ্ছে 'জানে জান' সিনেমায়। কারিনা বলেন, আমি সবসময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করি। যখন সুজয় আমাকে ছবিটির প্রস্তাব দেন, তখন আমি এতে লাফিয়ে পড়ি। আর জয়দীপ আর বিজয় দুজনেই তো ভিন্ন জগতের অভিনেতা। আমার চরিত্রে অনেক গতি দিয়েছেন তারা। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ট এক স্ত্রীর জীবন। একদিন জানা গেলো সেই স্বামী নিখোঁজ। পুলিশের ধারণা, স্ত্রী নিজ হাতে স্বামীকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলেছে। খুনটা সত্যি সত্যিই হয়েছিলো কি-না, তার জবাব পেতে হলে দেখতে হবে কারিনা কাপুরের প্রথম ওটিটি সিনেমা- 'জানে জান'।

প্রথম দিনেই যে রেকর্ড গড়ল 'জওয়ান'

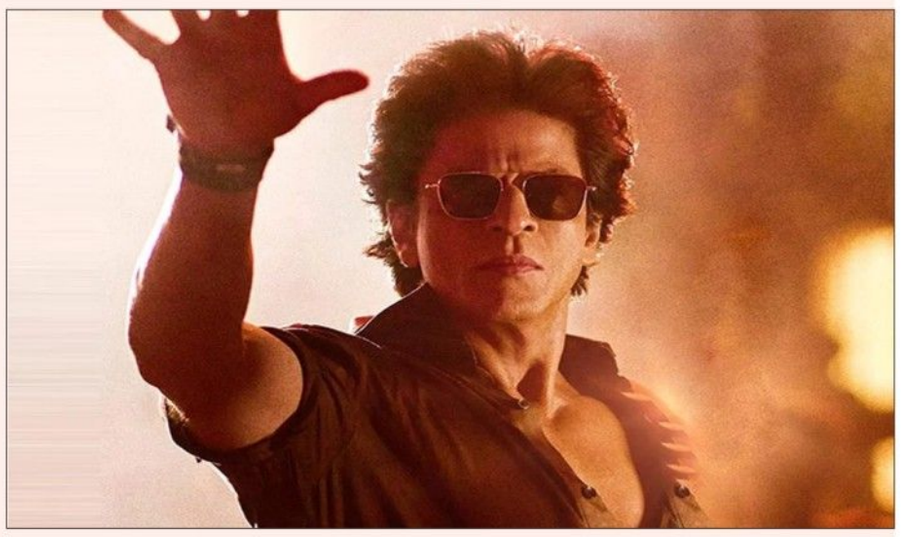

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড কিং'খ্যাত শাহরুখ খানের 'প্যান ইন্ডিয়ান' ছবি 'জওয়ান' মুক্তির প্রথম দিনেই একাধিক রেকর্ড গড়েছে। ভারতের বাইরে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে রেকর্ড গড়েছে 'জাওয়ান'। সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৫০০ থিয়েটারে মুক্তি পেয়েছে এটি। অন্যদিকে ভারতে ছবিটির হলসংখ্যা সাড়ে ৫ হাজার। ফলে একযোগে বিশ্বের ১০ হাজার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। 'পাঠান' বিদেশের বাজারে ২ হাজার ৭০০ হল পেয়েছিল।

এই ছবির হাত ধরেই বলিপাড়ায় তামিল পরিচালক অ্যাটলির অভিষেক। সঙ্গে আবার দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির অভিনেত্রী নয়নতারা এবং তামিল অভিনেতা বিজয় সেতুপতিও। পাঠান দিয়ে সাত মাস আগে শাহরুখ যেমন 'পাঠান' ঝড় তুলেছিলেন, সেই ঝড় এবার সাইক্লোন হয়ে এলো 'জওয়ান'। রেকর্ড ভেঙে চৌচির করে দিল যেনো। এছাড়া অগ্রিম টিকিটে 'পাঠান'র রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে 'জওয়ান'। মুক্তির আগে ভারতে 'পাঠান' সিনেমার ৩২ কোটি রুপির অগ্রিম টিকিট বিক্রি হয়েছিল। তার চেয়ে আরও ৪৭ লাখ রুপির বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে 'জওয়ান'র। এছাড়া বিদেশের বাজারে অগ্রিম টিকিট বিক্রির পরিমাণ ১৮ কোটি ৭০ লাখ রুপি। সবমিলিয়ে মুক্তির আগেই ৫১ কোটি ১৭ লাখ রুপির কালেকশন তুলে নিয়েছে 'জওয়ান'।

পাকিস্তানের আতিথেয়তায়

মুগ্ধ ভারতের ক্রিকেট প্রধান, কিন্তু...

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান রজার বিনি। এই সফরে তার সাথে ছিলেন বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। বুধবার দেশে ফিরে পাকিস্তানের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন বিনি। তিনি ভারতীয় গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'আমরা পাকিস্তানে দারুণ সময় কাটিয়েছি। আমরা বেশ ভালো আতিথেয়তা পেয়েছি। তারা আমাদের দারুণ যত্ন করেছে। আমাদের প্রধান এজেন্ডা ছিল ক্রিকেট খেলা দেখা ও তাদের সাথে আলোচনা করা। সবমিলিয়ে, এটা ছিল বেশ ভালো সফর।'

তিনি আরো বলেন, 'পাকিস্তান পাকিস্তান ভারতে খেলতে আমাদের বেশ ভালোভাবে আসবে।'

২০০৬ সালের পর আর পাকিস্তান সফর করেনি ভারতের ক্রিকেট দল। চলতি এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান। তবে ভারত দেশটিতে খেলতে যেতে না চাওয়ায় হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কাকে সহআয়োজক করা হয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করা হবে কিনা এ প্রশ্ন করলে বিনি বলেছেন, 'বিসিসিআই এটা বলতে পারে না। ... আমাদের অপেক্ষা করে দেখা দরকার কি হয়। আমার মনে হয় এমনটা ঘটতে পারে। সামনে বিশ্বকাপ আসছে। পাকিস্তান ভারতে খেলতে আসবে।'

ব্যালন ডি'অরের প্রাথমিক তালিকায়

মেসি-হালান্ড, নেই রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৩ ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে আবারও ফিরেছেন লিওনেল মেসি। গত বছর আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন, হয়েছেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়। ব্যালন ডি'অর জেতার দৌড়ে এবারও তাই আছেন ভালোভাবে।

এর আগে সাতবার এই ট্রফি ছুয়ে দেখেছেন মেসি। প্রতিবারই তার সঙ্গে দৌড়ে ছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। কিন্তু ২০ বছর পর ব্যালন ডি'অর জয়ের প্রাথমিক তালিকার ৩০জনেও জায়গা হয়নি তার। মেসির স্বদেশি আরও তিনজন আছেন বর্ষসেরা ফুটবলারের ট্রফিটি জয়ের দৌড়ে।

এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে মেসির মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে আর্লিং হালান্ডের সঙ্গে। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ট্রেবল জেতা এই ফুটবলারের গত মৌসুম প্রিমিয়ার লিগে ৩৯ ম্যাচ খেলে ৪২ গোল করেন। এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও ১১ ম্যাচে ১২ গোল রয়েছে তার।

ব্যালন ডি'অর জেতার মনোনয়ন পেয়েছেন যারা- লিওনেল মেসি, লাউতারো মার্টিনেস, হুলিয়ান আলভারেস, এমিলিয়ানো মার্টিনেস, কেভিন ডি ব্রুইনা, জস্কো গার্ভাদিওল, আন্দ্রে ওনানা, করিম বেনজেমা, মোহাম্মদ সালাহ, সামাল মুসিয়ালা, বুকায়ো সাকা, বের্নার্দো সিলভা, জুড বেলিংহ্যাম, কুলোমুয়োনি, কাভিসা কাভারতাসখিলা, নিকোলা বারেল্লা, রুবেন দিয়াস, আর্লিং হালান্ড, মার্তিন ওদেগার্দ, ইলকাই গুন্দোয়ান, ইয়াসিন বুনো, ভিনিসিয়ান জুনিয়র, রদ্রি, রবার্ত লেভান্দোভস্কি, আঁতোয়ান গ্রিজম্যান, কিম মিন জে, হ্যারি কেইন, লুকা মদ্রিচ, ভিক্টোর ওসিমেন, কিলিয়ান এমবাপ্পে।

২০২৬ বিশ্বকাপ

মিশন শুরু করছে মেসিরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। শিরোপা ধরে রাখার মিশনে শুক্রবার ভোর ৬টায় লাতিন অঞ্চলের বাছাইয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছেন লিওনেল মেসিরা। বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর।

এই সপ্তাহে বাছাইয়ের আরেকটি ম্যাচ খেলবে লিওনেল স্কালোনির দল। ১২ সেপ্টেম্বর অ্যাওয়ে ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ বলিভিয়া। এই দুটি ম্যাচের জন্য এক সপ্তাহ ধরে অনুশীলন করছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এরই মধ্যে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন লিওনেল মেসি।

ইন্টার মায়ামির হয়ে দুর্দান্ত সময় কাটাচ্ছেন সাতবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলার। নিয়মিত গোল করার পাশাপাশি ক্লাবটিকে জিতিয়েছেন শিরোপা। মায়ামির জার্সিতে ১১ ম্যাচে করেছেন ১১ গোল। নীল-সাদা জার্সিতেও মেসি-ম্যাজিক দেখার অপেক্ষায় গোটা বিশ্ব।

কোহলির সেই রেকর্ড দখল করে ফেললেন বাবর আজম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশি পেসার তাসকিন আহমেদের নিচু হয়ে আসা বল ঠেকাতে গিয়ে ইনসাইড এজ হয়ে বোল্ড বাবর আজম। ২২ বলে মাত্র ১৭ রান করেই পাকিস্তানি অধিনায়ক সাজঘরে ফিরেছেন। তবে এরই মধ্যে একটি রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন এই তারকা ব্যাটার। এতদিন পর্যন্ত অধিনায়ক হিসেবে ওয়ানডেতে দ্রুততম দুই হাজার রানের রেকর্ড ছিল ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলির। বাবর এবার সেই রেকর্ডেরও দখল নিয়েছেন। অধিনায়ক হিসেবে মাত্র ৩১ ইনিংসে দুই হাজার রান পূর্ণ করেছেন তিনি।

এর আগে সাবেক ভারত অধিনায়ক কোহলি ৩৬টি ওয়ানডে ইনিংসে এই রেকর্ড গড়েছিলেন। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়ার্স ৪১ এবং অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল ক্লার্ক দুই হাজার রান করেন ৪৭ ইনিংসে।

লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে আজ (মঙ্গলবার) স্বাগতিকরা এশিয়া কাপে সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশের। ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ টাইগাররা প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৯৩ রানেই গুটিয়ে যায়। যার জবাবে অনায়াসেই জয়ের দিকে ছুটছে বাবরের দল। তবে ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ পাক অধিনায়ক মাত্র ১৭ রানে ফিরেছেন। অবশ্য ৬ রানে থাকাবস্থাতেই দ্রুততম দুই হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন অধিনায়ক বাবর।

এর আগে চলমান এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে পাকিস্তান। পরবর্তীতে সেখান থেকে দলকে টেনে তোলেন ব্যক্তিগতভাবে দেড়শ রান করা বাবর। মাত্র ১৩১ বলে তিনি ১৫১ রান করেছিলেন। এর মাধ্যমে ডানহাতি এই ব্যাটার দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ব্যাটার হাশিম আমলার একটি রেকর্ড টপকে যান। ওয়ানডেতে দ্রুততম ১৯টি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন পাক অধিনায়ক। এ কাজে বাবরের লেগেছে মাত্র ১০২টি ওডিআই ইনিংস।

অন্যদিকে, সমানসংখ্যক সেঞ্চুরি পেতে আমলার লেগেছিল ১০৪ ইনিংস। আর এক সেঞ্চুরি পেলেই পাকিস্তানের কিংবদন্তি ব্যাটার সাঈদ আনোয়ারের রেকর্ডেও ভাগ বসাবেন বাবর। ওয়ানডেতে ১৯ সেঞ্চুরি পেতে বিরাট কোহলির লেগেছিল ১২৪ ইনিংস, ডেভিড ওয়ার্নারের ১৩৯ ও এবিডি ভিলিয়ার্সের ১৭১।

বিশ্বকাপের আগে রান করার নেশা চেপেছে বাবরের। সর্বশেষ ১২ ম্যাচের ৮টিতেই তিনি ফিফটি হাঁকিয়েছেন। তার সর্বশেষ ১৫১ রানের ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৪ চার ও ৪ ছয়ে। পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইনিংস। দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটে পাঁচ হাজার রান করার পথে প্রোটিয়া কিংবদন্তি হাশিম আমলার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন আগেই। এরপরই তিনি ওয়ানডের শীর্ষ ব্যাটারের আসন অলঙ্কৃত করেন।

আরও একটি ডি'অর

জয়ের দ্বারপ্রান্তে মেসি!

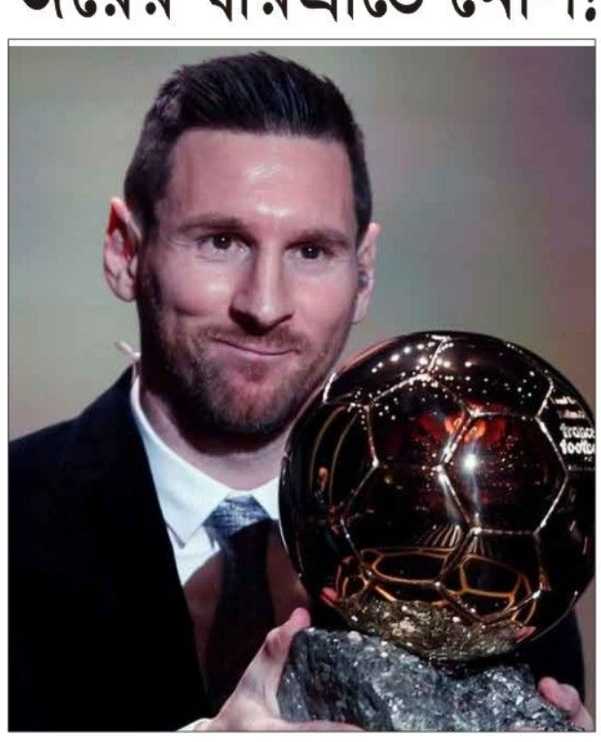

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারে ৮ম বারের মতো ব্যালন পাওয়ার দৌড়ে আছেন লিওনেল মেসি। ত্রিশ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় এসেছে তার নাম। তার সঙ্গে আছেন সিটির হয়ে ট্রেবল জেতা আর্লিং হালান্ড, বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া কিলিয়ান এমবাপ্পেও। বুধবার রাতে প্রকাশিত ব্যালন ডি অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন তিনজনেই। এখন পর্যন্ত ক্যারিয়ারে ৭টি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন আর্জেন্টাইন তারকা মেসি। যা একজন খেলোয়াড়ের হিসেবে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এ পুরস্কার তারচেয়ে বেশি জিততে পারেনি আর কেউ। এবারও তার সামনে আরেকটি বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জয়ের মোক্ষম সুযোগ। গেল বছরের আগস্ট থেকে এই বছরের জুলাই পর্যন্ত মেসির পারফর্ম্যান্স সে কথাই বলছে। ব্যালন ডি'অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায় মেসির জায়গা পাওয়ার অন্যতম কারণ কাতার বিশ্বকাপে শিরোপা জয়। সেই আসরে একা হাতেই দলকে ফাইনালে টেনে নিয়ে গেছেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। ফাইনালেও দেখিয়েছেন ভেলকি। দলকে শিরোপা জেতানোর পাশাপাশি নিজেও হয়েছেন আসরের সেরা খেলোয়াড়।

ক্লাব ফুটবলেও আধিপত্য বজায় রেখেছেন সাতবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী। প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) ছাড়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামির হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্স করেছেন মেসি। জুলাইয়ের মধ্যে মায়ামির হয়ে সাত গোল ও তিন অ্যাসিস্ট করেছেন। জিতেছেন একটি শিরোপাও। যা মেসির জন্য টার্নিং পয়েন্ট।

বিশ্বকাপে সুযোগ না পেয়ে

ভারত ছাড়লেন চাহাল!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাননি যুজবেন্দ্র চাহাল। সুযোগ না পেয়ে নিজের হতাশাও দেখিয়েছেন এই ডান হাতি স্পিনার। তাই ইংল্যান্ডে চলে গেলেন চাহাল।

ইংল্যান্ডের কাউন্টি প্রতিযোগিতায় কেন্টের হয়ে খেলবেন চাহাল। কাউন্টিতে কেন্টের আর তিনটি খেলা বাকি রয়েছে। নটিংহ্যামশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ার ও সমারসেটের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যাবে ভারতীয় এই ক্রিকেটারকে। কাউন্টিতে এবারই প্রথম খেলবেন চাহাল। তার কাছে এটি নতুন চ্যালেঞ্জ।

চাহাল বলেন, এটা আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। ইংল্যান্ডের মাটিতে স্পিনারদের সফল হতে গেলে লড়াই করতে হয়। সেই লড়াই করার জন্য আমি তৈরি।

চাহাল যোগ দেয়ায় খুশি কেন্টের কোচ পল ডাউনটাউন। তিনি বলেন, চাহালের মানের একজন স্পিনার আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। এখনও তিনটা ম্যাচ বাকি। আশা করছি এই তিন ম্যাচেই চাহাল দেখিয়ে দেবে কেন ওকে সেরা স্পিনারদের তালিকায় রাখা হয়।

ভারতের বিশ্বকাপের দলে নেয়া হয়েছে তিনজন বাঁহাতি স্পিনার। রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর পটেল ও কুলদীপ যাদব। কোনও ডান হাতি স্পিনারকে নেয়া হয়নি। দলের ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর জন্যই জাদেজা ও অক্ষরকে খেলানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার ও দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

এশিয়া কাপের আশীর্বাদ,

ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ পাঁচে শাহিন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপে দুর্দান্ত বল করে আইসিসিরি ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন পাকিস্তানি পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি। এশিয়া কাপের তিন ম্যাচে ১৪.৮৫ গড়ে ৭ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

ভারতের বিপক্ষে ৩৫ রান দিয়ে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া ও রবীন্দ্র জাদেজার মতো চার বাঘা ব্যাটারকে শিকার করেন শাহিন। যদিও সুপার ফোরের ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ ইকোনোমিতে শাহিন পেয়েছেন একটি উইকেট।

ওয়ানডে বোলারদের তালিকায় বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান আছেন দশ নম্বর অবস্থানে। আর এই তালিকার শীর্ষে আছেন অস্ট্রেলিয়ার জশ হ্যাজলউড।

বোলারদের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ান মিশেল স্টার্ক। তিন ও চারে যথাক্রমে আছেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটার ম্যাট হেনরি ও ট্রেন্ট বোল্ড।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR